গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১ । ২০২১
সংখ্যা-১, প্রকাশ-মার্চ ২০২১/ চৈত্র ১৪২৭

আহম্মেদ শরীফ, মামুন সিদ্দিকী

গণহত্যা নির্ঘণ্ট ও জরিপ পরিচিতি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম দিক গণহত্যা-নির্যাতন। পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস দেশের প্রতিটি জনপদ ও অঞ্চলে অত্যাচার-নিপীড়নের পর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে গণহত্যা সংঘটিত করে। কিন্তু বিজয়ের গৌরবের কাছে সেই সব কষ্ট ও বেদনার কথা ইতিহাসে সবিশেষ ওঠে আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় গণহত্যা নির্যাতন, গণকবর ও বধ্যভূমির কথা অনেকটা উপেক্ষিত হয়েছে।

এমনও গণহত্যা রয়েছে, এমনও বধ্যভূমি রয়েছে যার সম্পর্কে সামান্য তথ্যই উদঘাটিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা অজানাই রয়ে গেছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন একেকটি গণহত্যার পর পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খুলনায় স্থাপিত '১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর', ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী এবং পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প হিসেবে জাদুঘরের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র' থেকে এ পর্যন্ত ১০০টি গ্রন্থ বের হয়েছে। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে আরও বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ।

গণহত্যা নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালার সম্পাদক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। গ্রন্থমালার সহযোগী সম্পাদক মামুন সিদ্দিকী। প্রথম ১০টি গ্রন্থ বের হয়েছিল ডিসেম্বর ২০১৪-এ। রায়ের বাজার বধ্যভূমির অতি পরিচিত গণহত্যার চিত্রটিকে অনন্য রূপে ব্যবহার করে প্রচ্ছদ করলেন তারিক সুজাত। গণহত্যা-নির্যাতনের আলোকচিত্র, দলিলপত্রের ছবি, শহিদ, প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্যাতিতদের ছবি দিয়ে সাজানো গ্রন্থ মালা সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। অনেকেই এ রকম গ্রন্থ রচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গণহত্যা নির্ঘণ্ট গ্রন্থ ঘরে বসে লেখার সুযোগ নেই। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে

গণহত্যা-নির্যাতনের পুরো ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে হয়। কবে, কোথায়, কিভাবে, কার মাধ্যমে, কার সহায়তায়, কেন এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হয়। গণহত্যার স্থানটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে হয়। অর্থ্যাৎ গণহত্যার ইতিহাসের পর কোনো তথ্য বাদ পড়ার সুযোগ নেই।

এ পর্যন্ত যারা গণহত্যা নির্ঘণ্ট রচনা করেছেন তাদের অধিকাংশেই নবীন প্রজন্মের গবেষক। অনেকের এটি প্রথম বই। ইতোমধ্যে গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র থেকে খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, কুমিল্লা এবং ঢাকায় গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ঐ সব প্রশিক্ষণ থেকে অনেক অজানা গণহত্যা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে। সেখান থেকে অনেক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাচ্ছে।

নির্ঘণ্ট পরিচিতি

গ্রন্থক্রম: ১
দামেরখণ্ড গণহত্যা, মংলা উপজেলা, বাগেরহাট
সত্যজিৎ রায় মজুমদার
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
পৃষ্ঠা: ৭০
মূল্য: ১৫০ টাকা
ISBN: 978-984-33-8461-4
বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের দামেরখণ্ড গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তান পন্থী শান্তি বাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে রাজাকার বাহিনী নেতৃত্বে এ গণহত্যা সংঘটিত করে। ২৩ মে এ গ্রামে সংঘটিত গণহত্যায় আনুমানিক ৩৭ জন শহিদ হন। এ গণহত্যায় রাজাকারদের নেতৃত্ব দেন– রজ্জব আলী ফকির, রুস্তম হাওলাদার সহ আশেপাশের এলাকার রাজাকাররা। গণহত্যার স্থানে এখনও কোনো স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়নি।
গ্রন্থক্রম: ২
লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা,

সিলেট
তপন পালিত
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
পৃষ্ঠা: ৪০
মূল্য: ১০০ টাকা
ISBN: 978-984-33-8462-1
সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কুচাই, বরইকান্দি ইউনিয়নের এবং সিলেট শহরের নয়াসড়কের যথাক্রমে লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়িতে গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ গণহত্যা সংঘটিত করে। লালমাটিয়ায় ৯ মাসব্যাপী, জৈনপুরে এপ্রিল মাসে এবং ২৯ এপ্রিল খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা সংঘটিত হয়। লালমাটিয়ার গণহত্যার সংখ্যা জানা যায়নি। জৈনপুরে আনুমানিক ৪ জন এবং খাজাঞ্চি বাড়িতে আনুমানিক ৬ জন শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার লালমাটিয়ায় আব্দুল্লাহ, রইদ খাঁ। জৈনপুরে পাখী মিয়া, কটু মিয়া, হারিছ মিয়া ও এনাম খান। খাজাঞ্চি বাড়িতে আবদুর রহমান। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ৩
মুজাফরাবাদ গণহত্যা, পটিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম
চৌধুরী শহীদ কাদের
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
পৃষ্ঠা: ৬০
মূল্য: ১৫০ টাকা
ISBN: 978-984-33-8463-8
চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের মুজাফরাবাদে গণহত্যা সংঘটিত হয়। ৩ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় ৩০০-এর অধিক শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন মুসলিম লীগ নেতা রমিজ আহমেদ চৌধুরী ও তার সঙ্গীরা। এছাড়া স্থানীয় রাজাকার নুরু বক্স ও সুলতান। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।
গ্রন্থক্রম: ৪
বেলতলী গণহত্যা, লাকসাম উপজেলা, কুমিল্লা
মামুন সিদ্দিকী
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪৪
ISBN: 978-984-33-8464-5
কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার রেলওয়ে জংশন নিকটবর্তী বেলতলীতে গণহত্যা সংঘটিত হয়। রেল ও সড়কপথে আগত যাত্রীদের ধরে এসে সিগারেট ফ্যাক্টরিতে অত্যাচার-নির্যাতন পূর্বক হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হত। স্থানীয় কয়েকজন ছাড়া অন্যান্য শহিদের পরিচয় জানা যায় না। এই বধ্যভূমিতে সহস্রাধিক শহিদ হয়েছে। বেলতলী গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিল বিহারী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। এছাড়াও জড়িত ছিলেন– পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর মুজাফফর হাসান গাদ্দাজী, ক্যাপ্টেন ওরায়দুর রহমান, জিআরপি থানা লাকসামের হাবিলদার বাকাওয়ালী, সুবেদার আকবর খান, গণবেদর মুস্তাফা, লাকসাম জংশনের অফিস সহকারী মো. সফিকুল ইসলাম, বিহারি শওকত আলী ও তার সহোদর ইউনুস। এই বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ৫
কালিগঞ্জ গণহত্যা, জলঢাকা উপজেলা, নীলফামারী
আহম্মেদ শরীফ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ৭৫ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩৬
ISBN: 978-984-33-8465-2
নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রাম ইউনিয়নের কালিগঞ্জে গণহত্যা সংঘটিত হয়। বালাগ্রাম, চাওড়াবাড়ি ও সালোগ্রাম এই তিন হিন্দুপাড়ার অধিবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শরণার্থী হিসেবে ভারতে যাচ্ছিল। এমন সময় স্থানীয় রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনীকে শরণার্থী দলের ওপর লেলিয়ে দেয়। সংঘটিত হয় কালিগঞ্জ গণহত্যা। ২৭ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ৩০০ জন শহিদ হন। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।
গ্রন্থক্রম: ৬
বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা, মুক্তাগাছা উপজেলা, ময়মনসিংহ

শান্তা পত্রনবীশ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪৪
ISBN: 978-984-33-4866-9
ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার ২নং বড়গ্রাম ইউনিয়নে বিনোদবাড়ি মানকোন গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হয়। ময়মনসিংহের মুক্তিকামী জনতার বিভিন্ন এলাকায় আচমকা আক্রমণ চালাতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। তারই ধারাবাহিকতায় 'দুষ্কৃতকারী' অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা নিধনের নামে এ গণহত্যা সংঘটিত হয়। ২ আগস্ট এ গ্রামে সংঘটিত গণহত্যায় ৩০০ জনের বেশি মানুষ শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের আলবদরের প্রধান সংগঠক জামালপুরের কুখ্যাত আশরাফ ফারুকী। এতে ২ শতাধিক রাজাকার অংশ নেয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– জবেদ মুন্সি, শমসের মৌলভী, করিম ফকির প্রমুখ। এই রাজাকারদের নেতৃত্বে ছিলেন চাঁন-সুরুজ। গণহত্যার স্থানে দুইটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ৭
বাদামতলা গণহত্যা, বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা
গৌরাঙ্গ নন্দী
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ৭৫ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩৬
ISBN: 978-984-33-8468-3
খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বটিয়াঘাটা ইউনিয়নের বাদামতলা বাজারে গণহত্যা সংঘটিত হয়। খুলনা অঞ্চলের পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর খান এ সবুরের অনুসারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কাজীবাছা অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরা ১৯ মে নৌকা যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তে রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। ১৯ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় ১০০-এর বেশি মানুষ শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– খান এ সবুর, লুৎফর রহমান মোক্তার, আবু জাফর মৌলভী প্রমুখ। ২০১৪ সালের ২০ জুন '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'-এর উদ্যোগে এখানে গণহত্যার শিকারদের নামাঙ্কিত একটি ফলক স্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ৮
গোলাহাট গণহত্যা, সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী
আহম্মেদ শরীফ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩২
ISBN: 978-984-33-8469-0
নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার গোলাহাট নামক স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। সৈয়দপুরের মারোয়ারি পট্টি ও অন্যান্য এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যাদেরকে পাকিস্তানি বাহিনী বিমান বন্দর তৈরি কাজে লাগিয়েছিল, তাদেরকে নিরাপদে ভারত পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ট্রেনে উঠায় এবং গোলাহাট নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে স্থানীয় রাজাকাররা। ১৩ জুন সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ৪০০ জন শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন স্থানীয় রাজাকাররা এবং East Pakistan Civil Armed Force। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ৯
পাহাড়তলী গণহত্যা, চট্টগ্রাম সদর উপজেলা, চট্টগ্রাম
চৌধুরী শহীদ কাদের
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫২
ISBN: 978-984-33-8470-6
চট্টগ্রাম জেলার সদর উপজেলার পাহাড়তলীতে গণহত্যা সংঘটিত হয়। বাঙালি-বিহারিদের মধ্যে সম্প্রীতি ৭১-এর মার্চ থেকে নষ্ট হয়ে যায়। বিহারিদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী পাহাড়তলীতে একটি বড় গণহত্যা সংঘটিত করে। ১০ নভেম্বর সংঘটিত এই গণহত্যায় ৪০০-এর অধিক মানুষ শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– বিহারি ইউসুফ, আলী আকতার গামা, জসিম খান, নাটো, খুরশীদ,

আপুয়া, ঈসা, ইউনুস, কাইয়ুম (চার্জম্যান) প্রমুখ। গণহত্যার স্থানটিতে কোন স্মৃতিসৌধ গড়ে ওঠেনি।

গ্রন্থক্রম: ১০
কাঠিরা গণহত্যা, আগৈলঝাড়া উপজেলা, বরিশাল
হিমু অধিকারী
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৪
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪০
ISBN: 978-984-33-8467-6
বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের কাঠিরা গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত হয়। একটি পরকীয়া প্রেমের সম্পর্কে জের ধরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রফুল্ল আরিন্দা পাকিস্তানে সেনাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে কাঠিরা গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত করে। ৩০ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ৪৫ জন শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর ৪-৫০ জনের একটি দল অংশ নেয়। সহযোগিতায় ছিলেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাকিস্তানিদের তথাকথিত শান্তি কমিটির দোসর। এদের মধ্যে একজন প্রফুল্ল আরিন্দা। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ১১
হাতিয়া গণহত্যা, উলিপুর উপজেলা, কুড়িগ্রাম
মিঠুন সাহা
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫৬
ISBN: 978-984-91549-2-1
কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নে গণহত্যা সংঘটিত হয়। হাতিয়া গ্রামে গ্রামে বিরাট সংখ্যক মুক্তিবাহিনী অবস্থান করছে এবং এদের পেছনে রয়েছে ভারতীয় বাহিনী– এরকম একটি সংবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানি বাহিনী হাতিয়ায় গণহত্যা চালায়। ১৩ নভেম্বর সংঘটিত এই গণহত্যায় ৭০০-এর বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– ডা. বাবর আলী, মওলানা আকবর আলী, আব্দুল মজিদ, সাইদুর রহমানসহ অন্যান্য রাজাকাররা। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ১২
কাঠিপাড়া গণহত্যা, রাজাপুর উপজেলা, ঝালকাঠি
মুনিরা জাহান সুমি
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩০
ISBN: 978-984-91549-6-9
ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নে কাঠিপাড়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। কাঠিপাড়া হিন্দু অধ্যুষিত দুর্গম এলাকা হওয়ায় ঝালকাঠি ও পার্শ্ববর্তী জেলা পিরোজপুর শহরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে এখানে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় রাজাকার বাহিনী এই এলাকায় বহু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির খবরটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দেয়। ১৭ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ৫০ জন শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– রাজাপুর থানার শান্তি কমিটির সদস্য হামেদ জমাদ্দার, মিল্লাত জমাদ্দার, আব্দুল খালেক ও মফিজ-কুট্টি প্রমুখ। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ১৩
জগৎপুর গণহত্যা, ঝিনাইগাতী উপজেলা, শেরপুর
মো. রোকনুজ্জামান খান
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩৬
ISBN: 978-984-91549-5-2
শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার ধানশাইল ইউনিয়নের জগৎপুরে গণহত্যা সংঘটিত হয়। জগৎপুর হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম, এরা সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং এখানে মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে রয়েছে এ খবর পাকিস্তানি বাহিনীকে দেয় তাদের দোসর। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী এ গণহত্যা সংঘটিত করে। ৩০ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় ৭০ জনেরও বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার–

কাদির, মকবুল, সিরাজুল, মোহাম্মদ আলী, সেকান্দর, কামারুজ্জামান, আজী রহমান, বেলায়েত, মোফাজ্জল, মজিবর ও জালাল উদ্দিন প্রমুখ। গণহত্যার স্থানে কোন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠেনি।

গ্রন্থক্রম: ১৪
ঊনসত্তর পাড়া গণহত্যা, রাউজান উপজেলা, চট্টগ্রাম
চৌধুরী শহীদ কাদের
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১২০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪২
ISBN: 978-984-91549-7-6
চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ঊনসত্তর পাড়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর বিভিন্ন গ্রামে আক্রমণের খবর আসছিল তখন মকবুল চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়ে বলেছিল পাহাড়তলীতে কিছু হবে না। ১৩ এপ্রিল বিকেল নাগাদ পাকিস্তানি বাহিনী উনসত্তর পাড়ায় হামলা চালিয়ে গণহত্যা করে। ১৩ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় ৭০ জনের অধিক শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা– কর্নেল ফাতিমি। রাজাকার– আব্দুর রাজ্জাক, মকবুল আহমেদ, মোহাম্মদ ইউসফু, জহির আহমেদ, পিয়ারু মিঞা, মকবুল ও ফজর আলী প্রমুখ। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ১৫
বালারখাইল গণহত্যা, রংপুর সদর উপজেলা, রংপুর
আহম্মেদ শরীফ
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫৮
ISBN: 978-984-91549-3-8
রংপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের বালারখাইলে গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারীর সৈয়দপুর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করা। ১২ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় ৭০ জনের অধিক

শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন সৈয়দপুরের রাজাকাররা। এই গণহত্যার শহিদের স্মরণে স্মৃতি অম্লান নামে একটি সৌধ সৈয়দপুরে গড়ে উঠেছে কিন্তু গণহত্যার স্থান বালারখাইলে কোন স্মৃতিসৌধ গড়ে ওঠেনি।

গ্রন্থক্রম: ১৬
বহলা গণহত্যা, বিরল উপজেলা, দিনাজপুর
আজহারুল আজাদ জুয়েল
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৪০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫২
ISBN: 978-984-91549-4-5
দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার বিজোড়া ইউনিয়নের বহলায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। বিরলের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় নাস্তানাবুদ হতে হতে ক্রমাগতভাবে পিছিয়ে আসছিল পাকিস্তানি বাহিনী। পরাজয়ের মুখে সম্ভবত ক্ষিপ্ত হয়ে এ গণহত্যা সংঘটিত করে। ১৩ ডিসেম্বর সংঘটিত এই গণহত্যায় ৬৫ জনের বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি সৈন্য শরিফ খান নেতৃত্ব দেন। তাকে সহযোগিতা করেন রাজাকার বিহারি বাচ্চা খান, হোসেন আলী সহ অনেকে। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ১৭
কল্যাণপুর গণহত্যা, ঢাকা মহানগরী, ঢাকা
আলী আকবর টাবী
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৭৫ টাকা
পৃষ্ঠা: ৬৪
ISBN: 978-984-9160-3-0-4
ঢাকা জেলার ঢাকা মহানগরীর কল্যাণপুরে গণহত্যা সংঘটিত হয়। বাঙালি পথচারী ও অফিস যাত্রীদের ধাওয়া করে মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকার বিহারিরা কল্যাণপুর নিয়ে যায় এবং সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যের সাহায্যে তাদের হত্যা করে নেয়। ২৮ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় ৩০০ জনের

বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার– আক্তার গুণ্ডা। গণহত্যার স্থানে কোন স্মৃতিসৌধ নেই।

গ্রন্থক্রম: ১৮
পাঁচগাঁও গণহত্যা, রাজনগর উপজেলা, মৌলভীবাজার
তপন পালিত
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫২
ISBN: 978-984-91549-8-3
মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও-এ গণহত্যা সংঘটিত হয়। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী এখানে গণহত্যা সংঘটিত করে। ৭ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ৮০ জনের বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকারদের প্রধান হোতা আলাউদ্দিন চৌধুরী, ডাক্তার আনা মিয়া ও আব্দুল মতিন প্রমুখ। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ১৯
দেয়াড়া গণহত্যা, দিঘলিয়া উপজেলা, খুলনা
গৌরাঙ্গ নন্দী
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১২০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩৬
ISBN: 978-984-91549-9-0
খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার দেয়াড়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। মুক্তিযোদ্ধা আবদারকে খুঁজতে খুঁজতে পাকিস্তানি বাহিনী দেয়াড়ায় আক্রমণ করে গণহত্যা সংঘটিত করে। ২৭ আগস্ট সংঘটিত এই গণহত্যায় ৬০ জনের বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার– শওকত হোসেন, আবু জাফরসহ অনেকে। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতি সৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ২০
বেশাইনখান গণহত্যা, সদর উপজেলা, ঝালকাঠী
মুনিরা জাহান সুমি
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৫
মূল্য: ১৪০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪৮
ISBN: 978-984-91603-1-1
ঝালকাঠী জেলার সদর উপজেলার কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের বেশাইনখান গ্রাম। ১৯৭১ সালের ২০ জুন স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামবাসী ও আশ্রয়গ্রহণকৃত শরণার্থীদের ওপর গণহত্যা চালায়। গণহত্যার শিকার হয় ৫০-৬০ জন অসহায় মানুষ। এদের মধ্যে ২৫ জনের পরিচয় জানা যায়। শহিদদের স্মরণে গ্রামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

গ্রন্থক্রম: ২১
চুকনগর গণহত্যা, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা
মুনতাসীর মামুন
প্রকাশকাল: মে ২০১৫
মূল্য: ৫০০ টাকা
পৃষ্ঠা: ১৮০
ISBN: 978-984-33-8471-3
খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার আটলিয়া ইউনিয়নের চুকনগর। ১৯৭১ সালের ২০ মে স্থানীয় রাজাকার ও বিহারীদের প্ররোচনা ও সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী এখানে জড়োকৃত শরণার্থীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। চুকনগর সীমান্ত হয়ে ভারতের যাওয়ার রাস্তা ছিল বলে তারা চুকনগর জড়ো হয়েছিল। অধিকাংশ লোক এসেছিল ভদ্রা নদী পথে, নৌকা করে। এখানে গণহত্যার শিকার হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার মানুষ। শহিদদের মধ্যে ৬২ জনের পরিচয় জানা যায়। শহিদদের স্মরণে গ্রামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বধ্যভূমি ও গণকবর।

গ্রন্থক্রম: ২২
জগতমল্লপাড়া গণহত্যা, রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম
চৌধুরী শহীদ কাদের
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৪৭
ISBN: 978-984-91603-7-3
চট্টগ্রাম জেলার রাউজান পৌরসভার জগতমল্লপাড়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। স্থানীয় রাজাকার– মাবুদ, গোলাম আলী, নওয়াব মিয়া, মোহাম্মদ বখস সহ অন্যেরা গ্রামবাসীকে এই মর্মে অভয় দেন, পাকিস্তানি বাহিনী এখানে আক্রমণ করবে না। তাদের কথায় বিশ্বাস করে গ্রাম ত্যাগ না করায় তাদেরকে জীবন দিতে হয়। ১৩ এপ্রিল সংঘটিত এই গণহত্যায় ৪০ জনের বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, রাজাকার আবদুল মাবুদ, আহামদ বক্ত, নওয়াব মিয়া, গোলাম আলীসহ প্রমুখ। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ২৩
ডাকরা গণহত্যা, রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট
বিষ্ণুপদ বাগচী
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৫২
ISBN: 978-984-91603-5-9
বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ডাকরা নামক স্থানে গণহত্যা সংঘটিত হয়। শরণার্থী হিসেবে যাওয়ার সময় ডাকরা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রা বিরতি দিয়েছিল। সেই সময় রাজাকাররা নৌকা করে এসে এই দলের ওপর আক্রমণ করে গণহত্যা সংঘটিত করে। ২১ মে সংঘটিত এই গণহত্যায় ৬০০ জনের বেশি শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার রজ্জব আলী ফকির। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ২৪
গোড়ান সাটিয়াচড়া, মির্জাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল
মামুন তরফদার
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৬৪
ISBN: 978-984-91603-6-6
টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার গোড়ান সাটিয়াচড়ায় গণহত্যা সংঘটিত হয়। ৩ এপ্রিল এ সংঘটিত হয়। এই গণহত্যায় ২০০ জনের অধিক শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন– মো. ছফাদার আলী, আব্দুল ওয়াদুদ মওলানাসহ অনেকে। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থক্রম: ২৫
চড়ারহাট গণহত্যা, নবাবগঞ্জ উপজেলা, দিনাজপুর
শাহীন আলম
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫
মূল্য: ১৫০ টাকা
পৃষ্ঠা: ৩১
ISBN: 978-984-91603-4-2
দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার চড়ারহাটে গণহত্যা সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী দিনাজপুরে নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ গণহত্যা সংঘটিত করে। ১০ অক্টোবর সংঘটিত এই গণহত্যায় আনুমানিক ১৬৫ জনের মতো শহিদ হন। এ গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করেন রাজাকার আফজাল মৌলভী, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জলুখাঁসহ অনেকে। গণহত্যার স্থানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।

[চলবে]